দৈনিক ইত্তেফাক

MAR. 10 2002

তারিখ ... পৃষ্ঠা ... ৪ কলাম ... ৬

মাধ্যমিক স্তরে কৃষি শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হোক

বাংলাদেশ কৃষিনির্ভর দেশ। দেশে উৎপাদনক্ষম জনশক্তির প্রায় ৫৯ ভাগ কৃষি কাজে নিয়োজিত। জাতীয় উৎপাদনে কৃষির অবদান শতকরা ৪০ ভাগ। দেশে ১৯৮৩ থেকে ১৯৯৩ সালের মধ্যে কৃষি উৎপাদনের গড় প্রবৃদ্ধির হার ২.৬ একই সময়ে ভারতে ৩, পাকিস্তানে ৪.৪ এবং চীনে ৫.৩ ভাগ। কৃষি ক্ষেত্রে উৎপাদনের হার বৃদ্ধির উৎপাদিত দ্রব্যের প্রক্রিয়াজাতকরণ ও বাজারজাতকরণের জন্য এক্ষেত্রে উদ্ভাবিত প্রযুক্তি কৃষকদের মাঝে বিস্তার ও তার প্রয়োগ অপরিহার্য। তাই মাধ্যমিক স্তরে কৃষি শিক্ষা দেয়া গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৯৪ সালে মাধ্যমিক পর্যায়ে ষষ্ঠ শ্রেণী থেকে দশম শ্রেণী পর্যন্ত কৃষি শিক্ষাকে একটি বাধ্যতামূলক বিষয় করা হয়: কিন্তু কৃষি শিক্ষাকে ঐচ্ছিক বিষয় করায় এবং বর্তমানে যে গ্রেডিং পদ্ধতি চালু আছে তাতে ঐচ্ছিক বিষয়ের নম্বর যোগ না হওয়ায় ছাত্র-ছাত্রীরা কৃষি শিক্ষা থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অথচ কৃষি শিক্ষা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। উন্নত প্রযুক্তি ও জনশক্তির অভাবে দেশের উৎপাদন কমছে। আমাদের দেশে যে পরিমাণ আবাদযোগ্য জমি আছে, উন্নত প্রযুক্তিতে দক্ষ জনশক্তির সাহায্যে আবাদ করলে দেশের প্রয়োজন মিটিয়ে বিপুল পরিমাণ খাদ্যসামগ্রী বিদেশে রপ্তানি করা যাবে বলে বিশেষজ্ঞদের ধারণা। এই অবস্থায় কৃষি শিক্ষা সম্বন্ধে জ্ঞান থাকলে নার্সারী, পোল্ট্রি ফার্ম, মৎস্য খামার, শাক-সবজি ও ফলের বাগান করে আর্থিক সমস্যা সমাধানসহ বাধা-বিপত্তি দূর করা সম্ভব তাই দেশের অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষ্যে মাধ্যমিক পর্যায়ে কৃষি শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করার জন্য সরকারের কাছে আবেদন জানাচ্ছি।

মোঃ মোবারক হোসেন,
গ্রামঃ কাথোরা,
ডাকঘরঃ সালনা বাজার,
জেলাঃ গাজীপুর।